সংবাদ

তারিখ ... 6 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

শিক্ষাবিরোধী অশুভ চক্রকে প্রতিহত করতে হবে

আগামী ১০ জানুয়ারি দেশব্যাপী বইয়ের দোকান ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করেছে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক এবং বিক্রেতা সমিতি। গত সোমবার রাজধানীতে সমিতির এক সম্মেলন থেকে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। পুস্তক প্রকাশক সমিতির সভাপতি বলেছেন, নোট ও গাইডের ওপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকার কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে নোট-গাইড আটক করা হচ্ছে। এসব বই ফেরত দিতে হবে। যেসব পুস্তক ব্যবসায়ীর নামে এ নিয়ে মামলা করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে। সরকার এ বছর বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেয়ায় প্রকাশকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি সরকারের কাছে সহজ শর্তে ২০০ কোটি টাকা ঋণ দাবি করেন। মূলত অবাধে নোট ও গাইড বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করার লক্ষ্যে এসব অন্যায় দাবি পূরণের জন্য ধর্মঘট ডেকেছে সমিতি। আগেভাগে তারা এমন হুমকিও দিয়ে রেখেছে যে দাবি পূরণ না হলে আগামীতে কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন করে নৈরাজ্য সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে পুস্তক প্রকাশক সমিতি। দেশে শিক্ষাব্যবস্থার নিম্নমানের কারণ হিসেবে নোট ও গাইড বইয়ের প্রচলনকে দায়ী করা হয়। সুশিক্ষার এহেন প্রতিবন্ধকতায় নোট-গাইডের ওপর হাইকোর্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এর বিরুদ্ধে করা একটি আপিল গত ৮ ডিসেম্বর আপিল বিভাগ খারিজ করে দেন। ফলে নোট ও গাইড ছাপা বা বিক্রি করা এখন বেআইনি। এরপরও যদি কেউ নোট বা গাইড বই ছাপে তবে সেসব আটক করা এবং এর জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে মামলা করা আইনের স্বাভাবিক কাজ। জব্দকৃত নোটবই ফিরিয়ে দেয়ার যে দাবি সমিতি করেছে তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। সরকারের সঠিক কাজ হবে জব্দকৃত বই বিনষ্ট করা। আর মামলা প্রত্যাহারের দাবিও সমর্থনযোগ্য নয়। আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যারা নোট-গাইড ছেপেছে তাদের যথাযথ শাস্তিই হওয়া উচিত।

সরকারের বিনামূল্যে বই বিতরণকে যারা নিজেদের ক্ষতি হিসেবে দেখেন তারা আর যাই হোন সুশিক্ষার মিত্র হতে পারেন না। সরকার যেন বিনামূল্যে বই বিতরণ করতে না পারে সেজন্য একটি অশুভ মহল শুরু থেকেই অপচেষ্টা চালিয়েছে। এনসিটিবির গুদামে নাশকতামূলক আগুন দিয়েছে। দেশে যারা নোট-গাইডের বাণিজ্য করতে চায়, বিনামূল্যের বই অবৈধভাবে বিক্রি করে পকেট ভারী করতে চায়, তাদের সঙ্গে সেই অশুভ মহলের যোগসূত্র থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর তাদের অসৎ বাণিজ্যের ক্ষতি পোষাতে সরকারের কোন শর্তেই কোন ঋণ দেয়ার প্রশ্নই আসে না।

নোট-গাইড ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জড়িত রয়েছে একশ্রেণীর অসাধু শিক্ষক। এই শ্রেণীর শিক্ষকরাই নোট-গাইড রচনা করেন। শ্রেণীকক্ষে যথাযথ পাঠদান না করে নানা উপায়ে তারা শিক্ষা-বাণিজ্য করে। এই শ্রেণীর শিক্ষকরাও নোট ও গাইড ব্যবসায়ীদের নানাভাবে ইন্ধন দেয়। সব মিলিয়ে দেশে সুশিক্ষাবিরোধী চক্রটি বেশ বড় ও শক্তিশালী। তবে শিক্ষাবিরোধী চক্র যত বড়ই হোক না কেন সরকারকে দৃঢ়ভাবে তার মোকাবেলা করতে হবে। ইতোমধ্যে এই চক্রের নানা ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে সরকার শিক্ষাবর্ষের প্রথমদিনে শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে বই বিতরণ করেছে। আশা করি আগামীতেও দেশে সুশিক্ষা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার সবধরনের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। আমরা পুস্তক ব্যবসায়ী সমিতির এই অন্যায় ধর্মঘট প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। সরকারকে ধর্মঘটকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি।